www.xtrapapers.com

Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2015**

1 hour 30 minutes

No Additional Materials are required.

6864137571

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

This document consists of **11** printed pages, **1** blank page and **1** insert.

DC (LEG/FD) 101836/1
© UCLES 2015

[Turn over

www.xtrapapers.com

Section A
বিভাগ : ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধিবিচ্ছেদ / সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধি কর। প্রদত্ত উত্তরপত্রে তোমার উত্তর লেখ।

1 মহা + অর্ঘ
2 অতি + অন্ত
3 উৎ + জ্বল
4 নব + অন্ন
5 মনঃ + রম

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন এবং জোড়াশব্দ

নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা/প্রবচন/জোড়াশব্দ অথবা শব্দমালার নম্বরটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

6 ছেলেটির বিন্দুমাত্র ______ নেই দেখে আমরা সকলেই অবাক হয়ে গেলাম।

7 স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নতুন-পুরনো কৃতি ছাত্রছাত্রীরা মিলে যেন ________ বসিয়েছিল।

8 আজ বাস-ট্রেন ধর্মঘট থাকায় ট্যাক্সির জন্য _________ হয়ে বসে রইলাম!

9 এই সামান্য _______ দিয়ে একটা বড় দোকান খোলার কথা ভাবতে পারলে কীভাবে?

10 তাঁর মতো বিখ্যাত গায়কের জলসায় যেতে না পেরে টিভিতে দেখেই ________ হল।

(1) ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	(6) চাঁদের হাট
(2) এক গোয়ালের গরু	(7) ব্যাঙের আধুলি
(3) ডুমুরের ফুল	(8) দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো
(4) ডামাডোল	(9) তীর্থের কাক
(5) ভয়ডর	(10) চলাফেরা

© UCLES 2015

www.xtrapapers.com

A3 Sentence Transformation [10]

বাক্য রূপান্তর

*নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে **সম্পূর্ণ বাক্যটি** এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।*

11 যদি তুমি ভয় না পাও তবেই আমরা সাদা বাঘ দেখতে যাব।
তুমি ________________________________ ।

12 অগ্রিম টিকিট না কাটলে সঙ্গীতানুষ্ঠানে জায়গা পাওয়া অসম্ভব।
অগ্রিম ________________________________ ।

13 তাঁদের অবদানের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি না।
তাঁদের ________________________________ ?

14 এই বিশাল জনসমাবেশে যোগ দেয় নি এমন কেউ আছে কি?
এই ________________________________ ।

15 মা আমাকে বললেন, "কাজই তোমার ধর্ম।"
মা আমাকে বললেন ________________________________ ।

www.xtrapapers.com

A4 Cloze Passage [20]

ক্লোজ পরিচ্ছেদ

*এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্যে থেকে উপযুক্ত **শব্দটি অথবা শব্দের নম্বরটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

একদিনের ক্রিকেট এখন টেস্ট ক্রিকেটের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। লোকজন ক্রমশ এই একদিনের ক্রিকেটের সঙ্গেই ___16___ হয়ে উঠেছে। তাদের এখন পাঁচদিন ধরে ক্রিকেট খেলা ___17___ সময় নেই। একদিনের ক্রিকেটে ___18___ সংখ্যক ওভারে এই খেলা হয়। এখানে সবসময় ফলাফলের ___19___ থাকে। এই খেলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবার মধ্যেই একটা টানটান ___20___ এবং উৎসাহ থাকে। ফলে, ___21___ এর প্রতিটি মুহূর্ত ___22___ করতে থাকে। একদিনের ক্রিকেটে ___23___ শারীরিক শক্তি, দক্ষতা এবং দীর্ঘ সময় ___24___ করার ক্ষমতার দরকার হয়। এই খেলার তুমুল জনপ্রিয়তার ___25___ এখন বিশ্বের অনেক দেশই ক্রিকেট খেলতে উৎসাহিত হয়েছে। এখন সারাবছরই পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশে এই একদিনের ক্রিকেটের প্রতিযোগিতা চলে।

(1) উপভোগ	(6) পরিশ্রম	(11) নিশ্চয়তা
(2) মোটেই	(7) দর্শকরা	(12) অভ্যস্ত
(3) দেখার	(8) নির্দিষ্ট	(13) খেলোয়াড়দের
(4) কারণে	(9) নতুন	(14) উত্তেজনা
(5) নগণ্য	(10) তুঙ্গে	(15) তুলনায়

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION B

www.xtrapapers.com

Section B

বিভাগ : খ

নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লাল মরুভূমি মঙ্গলগ্রহ

রাতের আকাশে অন্য তারাগুলির চেয়ে একটু আলাদা লালচে রঙের যে তারাটা আমরা দেখি তাই মঙ্গলগ্রহ। সূর্য থেকে সাড়ে বাইশ কোটি কিলোমিটার দূরে সৌর জগতের চতুর্থ স্থানে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম গ্রহ। আমাদের পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মাপের হলেও এখানকার স্থলভূমি পৃথিবীর স্থলভূমির আয়তনের প্রায় সমান। এর মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এই গ্রহের রঙ লাল। তাই একে লাল গ্রহও বলা হয়। রোমানরা তাদের রক্তের রঙের যুদ্ধের দেবতার নামানুসারে এই লাল গ্রহের নাম রাখে মার্স।

মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠত্বক সাধারণত খুব শুষ্কশীতল, পাথুরে ও ধুলোময়। এখানকার বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশি বলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে হাল্কা। এখানে প্রায়ই প্রচণ্ড বেগে ধুলোঝড় হয় তাই আকাশ বাতাস ধুলো-ধূসরিত হয়ে থাকে। সূর্যের চারদিকে মঙ্গল উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার ফলে পৃথিবীর মতো এখানেও ঋতুর পরিবর্তন দেখা যায়। এই গ্রহেও মেরুদেশীয় বরফ আছে যা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়। চাঁদের মতো এখানেও অজস্র খাদ, গিরিখাদ, পাহাড় ও টিলা আছে। এভারেস্ট শৃঙ্গ থেকে তিনগুণ উঁচু সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম প্রায় ২৫ কিমি উচ্চতার *অলিম্পাস মনস্* নামক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঠিকানা এই মঙ্গলগ্রহে। এখানকার সবচেয়ে বড় গিরিখাদ *ভালিস মেরিনারিস* শুধুমাত্র মঙ্গলগ্রহে নয় সৌরজগতের গভীরতম গিরিখাদ বলে পরিচিত। এই গভীর গিরিখাদের এককোণে খুব অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারে আমাদের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ *গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন* ।

যুগ যুগ ধরে মঙ্গলগ্রহ আমাদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই গ্রহের উপরিত্বকের গঠন দেখে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস কোটি কোটি বছর আগে এই গ্রহ জলে প্লাবিত ছিল। কিন্তু সেই জল এল কোথা থেকে আর কোথায়ই বা চলে গেল, এখন কোথাও কি প্রাণের অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত এই জলের চিহ্ন আছে কিংবা অতীতে কি সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল যা আজ হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনেক অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষক মহাকাশযান বিভিন্ন সময়ে মঙ্গলের পথে পাড়ি জমিয়েছে। তবে এখনও অনেক জটিল রহস্য লাল মরুভূমির অতলেই রয়ে গেছে।

১৯৬৫ সালে *মেরিনার৪* মহাকাশযান দিয়ে মঙ্গলে প্রথম সফল অভিযান শুরু হয়। পরে বেশকিছু মহাকাশযান নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে বা মঙ্গলের মাটিতে পা দিয়ে জল ও প্রাণের খোঁজে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছে। *অপরচুনিটি* এবং *স্পিরিট* নামক দুই শক্তিশালী রোভার জলবায়ু ও খনিজ পদার্থের নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছে। ফলাফল ধোঁয়াটে। নাসার নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানীরা ভ্রাম্যমান রোবট *কিউরিয়োসিটিকে* পাঠাল। ছ'টি চাকাসমেত এই রোবট ওরফে আস্ত এক ভ্রাম্যমান গবেষণাগার মঙ্গলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে সংগ্রহ করেছে নানা অজানা তথ্য। এর বিভিন্ন ধরণের সতেরোটি শক্তিশালী ক্যামেরার কৌতূহলী দৃষ্টির সাহায্যে মঙ্গলের আনাচে কানাচে পরখ করে দেখছে। তার অত্যন্ত কর্মঠ যান্ত্রিক হাত দিয়ে প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে কিংবা লেসার রশ্মির মাধ্যমে পাথরের দেওয়াল বাষ্পীভূত করে খনিজ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করে নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছে। প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজছে মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি যা প্রমাণ করতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব।

২০১৯ সালের মধ্যে মানুষকে মঙ্গলের মাটিতে পাঠাতে বিজ্ঞানীরা আজ বদ্ধপরিকর। এ যেন পার্থিব জীবনের এক জরুরী তাগিদ। বহুকল্পিত এবং বহু গবেষণাপ্রসূত এক অপার্থিব জীবের সন্ধান যা জীবের বিবর্তনের পুরো ইতিহাস বদলে দিতে পারে। হয়তো বা সৌরজগত সৃষ্টির সূত্রও ধরিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর দ্রুত ফুরিয়ে আসা প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দূর করতেও এই গ্রহ বিকল্প উৎস হতে পারে। নানান কারণে এ ধরণী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠলে আমাদের অতি কাছের এই প্রতিবেশী লাল গ্রহই হয়ে যেতে পারে এক নিরাপদ আশ্রয়।

www.xtrapapers.com

B5 MCQ Comprehension [14]

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

*প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের **সংখ্যাটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

26 মঙ্গলগ্রহকে লাল গ্রহ কেন বলা হয়?

(1) সূর্য থেকে এই গ্রহের অবস্থান খুব দূরে নয় বলে।
(2) রাতের আকাশে একে লাল দেখায় বলে।
(3) গ্রহের মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এর রঙ লাল তাই।
(4) রোমানরা এই গ্রহকে লাল রঙের যুদ্ধের দেবতার নামে নামকরণ করেছিল তাই।

27 মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর কোন বিষয়টিতে মিল পাওয়া যায়?

(1) নিয়মিত ঋতু পরিবর্তন।
(2) সবসময় আকাশ-বাতাস ধূসর হয়ে থাকে।
(3) হাল্কা বায়ুমণ্ডল।
(4) সারাবছর শুষ্কশীতল আবহাওয়া।

28 মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কোন তথ্যটি **ঠিক নয়** ?

(1) এই গ্রহের বৃহত্তম ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি *অলিম্পাস মনস*-এর উচ্চতা এভারেস্ট শৃঙ্গের তিনগুণ।
(2) এই গ্রহের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি *অলিম্পাস মনস কেবল মঙ্গলগ্রহে নয়* সৌরজগতের মধ্যে বৃহত্তম।
(3) এই গ্রহের বৃহত্তম গিরিখাদ *ভালিস মেরিনারিস* এর এককোণে অবস্থান করছে *গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন* ।
(4) এই গ্রহের বৃহত্তম গিরিখাদ *ভালিস মেরিনারিস* সৌরজগতের মধ্যে গভীরতম।

29 বহুবছর ধরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন -

(1) মঙ্গলগ্রহের প্লাবন রোধ করতে।
(2) মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে।
(3) লাল মরুভূমির তলায় পোঁতা খনিজ সম্পদ খুঁজতে।
(4) মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধানে।

30 মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠানো **প্রথম** সফল মহাকাশযানের নাম কী?

(1) *কিউরিয়োসিটি*
(2) *স্পিরিট*
(3) *মেরিনার৪*
(4) *অপরচুনিটি*

www.xtrapapers.com

31 মহাকাশযান *কিউরিয়োসিটির* উদ্দেশ্য কী?

(1) মঙ্গলের চারপাশে নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে জলের অনুসন্ধান করা।

(2) মঙ্গলের প্রান্তরে প্রান্তরে ছুটে নানান তথ্য সংগ্রহ করে প্রাণের সন্ধান বের করা।

(3) মঙ্গলের পাথুরে শুষ্কত্বককে বাষ্পীভূত করে নরম কাদামাটিতে পরিণত করা।

(4) মাটি খুঁড়ে বরফ বের করে তা থেকে জল তৈরি করা।

32 এই নিবন্ধ অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলে নতুন কী হতে পারে?

(1) পৃথিবীতে মিথেন গ্যাসের নিদারুণ অভাব হতে পারে।

(2) পৃথিবী মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

(3) পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস হয়ে হতে পারে।

(4) পৃথিবীর জীবের বিবর্তনের ইতিহাস বদলে যেতে পারে।

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION C

www.xtrapapers.com

Section C

বিভাগ গ

নিচে দেওয়া নিবন্ধটি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজের ভাষায় লেখ।

লোকশিল্প পটচিত্র

একসময় আমাদের বাংলার লোকশিল্পের ভুবনজোড়া খ্যাতি ছিল। বেশিরভাগই হাতের নানারকম কারুকাজ ও চিত্রশৈলী। তবে সব লোকশিল্পই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বেশ উজ্জ্বল। এইরকমই লোকশিল্প পটচিত্রের শুরু প্রায় ১৭০০ শতকের মাঝামাঝি হলেও ১৮২০ সালের পর থেকে এর দারুণ রমরমা দেখা যায়। তখন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে এর তুমুল জনপ্রিয়তা। বিদেশের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত জাদুঘরেও এই পটচিত্র স্থান পেয়েছে। শিল্পরসিকদের কাছে সম্মানিত হয়ে নিলামের বাজারে উঠেছে। যে পটচিত্র তখন মাত্র কয়েক আনায় বিক্রি হত তা এখন বিদেশের বাজারে দুর্মূল্য। কয়েকশ'বছরের ঐতিহ্যপুষ্ট এই পটচিত্রের ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু কম নয়।

পটচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত গতিতে একটানা দৃঢ়রেখা ও রঙের খেলা। পটুয়ারা এতটাই দক্ষ ছিল রেখার টানটোনের কুশলী প্রয়োগে ছবিতে যেমন একটা আয়তনের মাত্রাও সৃষ্টি করতে পারত তেমন আবার রঙিন রেখার দ্রুত টানে কী অনায়াসে সরু থেকে মোটা কখনও বা মোটা থেকে সরু করে আলো ও ছায়ার প্রভাবটাও আনতে পারত। জলরঙের বিস্ময়কর ব্যবহার ও তাদের একটানা বলিষ্ঠ রেখার নৈপুণ্যই ছবির সব বিষয়কে জীবন্ত করে তুলত আর পটে সেগুলো এক নিমেষেই আঁকা হয়ে যেত। এই পটচিত্রের শৈলী এক বিশেষ সময়ের কারুশিল্প, যেখানে হাতের ভাষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় হৃদয়ের স্পর্শ এবং কালের চাক্ষুষ ইতিহাস।

রাসায়নিক রঙের ব্যবহার তখনও শুরু হয় নি বলে পটুয়ারা নিজেরাই ঘরে রঙ তৈরি করত। এক দক্ষ পটুয়া বলেন, "আমরা লাল রঙ তৈরি করতাম পান, চুন, খয়ের আর সুপারি বাটার রস শুকিয়ে। কাঁচা হলুদ আর চুন একসঙ্গে বেটে তৈরি করতাম হলুদ রঙ। ঘন নীল আর বেগুনি রঙ বানাতাম পুঁই বীজের রস বের করে শুকিয়ে, বেলের আঠা বা তেঁতুল বীজের আঠা মিশিয়ে এই রঙ পাকা করতাম। হলুদ আর পুঁই বীজের রসের সংমিশ্রণে সহজেই করে ফেলতাম সবুজ রঙ। আর গোলাপি রঙটা আনতাম টকটকে লাল রঙের সঙ্গে খড়িমাটি গুলিয়ে। কুপির ভুসো কালি থেকে বা চাল পোড়া থেকে কালো রঙ করাটা আমাদের জন্য কোনও কঠিন ব্যাপার ছিল না। নারকেলের মালায় রঙ রাখা হত। তুলিটাও তৈরি করতাম ছোট জন্তুদের লেজের শেষাংশ থেকে।"

আগে পটুয়ারা গ্রামে থাকত বলে চিত্রাঙ্কনে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়াই দেখা যেত। গ্রামীণ ধ্যান-ধারণা ও পৌরাণিক ধর্মীয় বিষয়ের উপর ছবিগুলো আঁকা হত। পরে পটুয়ারা শহরে এসে বসবাস করার ফলে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত হয়, পাল্টায় ছবির বিষয়ও। ইংরেজ শাসনকালে নানান সামাজিক পরিবর্তনের দৃশ্য পটে এসে সবার মন কাড়ল। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের সাথে বাংলার এই লোকশিল্পের মেলবন্ধন ঘটে এইসময়। পটচিত্রেও তার প্রভাব অতি স্পষ্ট। ছবি ছাপার যন্ত্রের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পটের চালচিত্রেও আধুনিকতার পরশ লাগল।

ইংরেজ আমলে পৌরাণিক কাহিনি ও গ্রাম্য আচারবিধির বিষয় দ্রুত সরে গিয়ে পটে স্থান পেল সাহেবদের শিকার করার দৃশ্য, স্থানীয় লোকজনের প্রতি সাহেবদের আচরণের ছবি এবং পশ্চিমী অনুকরণকে ব্যঙ্গ করে নানান চিত্র। সমকালীন বাবু সমাজের কীর্তি-কাহিনির ছবিও বাদ পড়ে নি। ফটো স্টুডিওর ছাপা ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পটে আঁকা হল রঙ্গমঞ্চের নারী ও পুরুষের ছবি। চরিত্রগুলোর নাটকীয় ভাবভঙ্গি দ্রুত দর্শকদের মন জয় করল।

ছবির জগতে ছাপার যন্ত্রের পাশাপাশি বিদেশি রীতি-রেওয়াজ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল। ফলে পটের ছবির আর কদর রইল না। নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার প্রবল স্রোতে পটুয়াদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হল। সরকারি উৎসাহ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাবে তারা দিশেহারা হল। দেশের বেশিরভাগ আর্ট কলেজে আজ এই লোকশিল্প চর্চার কোনো সুযোগ নেই। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে এই শিল্প খুবই অপরিচিত। এছাড়া উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণের অভাবে এরকম লোকশিল্প আজ বিলুপ্তপ্রায়।

www.xtrapapers.com

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন
এখন বাংলায় তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

33 বাংলার পটচিত্রের খ্যাতি কীভাবে বোঝা যায় তা **চারটি** উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

34 বাংলার পটচিত্রে পটুয়াদের দক্ষতা কীভাবে প্রকাশ পেত? **চারটির** বিবরণ দাও।

35 পটুয়ারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে রঙ তৈরি করত? যেকোনো **চারটি** প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

36 পটচিত্রের বিষয়বস্তুতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসার **চারটি কারণ** উল্লেখ কর।

37 বাংলার পটচিত্র মূলত কী কী বিষয় নিয়ে আঁকা হত **চারটি** উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

38 'বাংলার পটচিত্র আজ বিলুপ্তপ্রায়' এই উক্তির সপক্ষে **চারটি কারণ** দেখাও।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ
উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

39 দুর্মূল্য

40 বিস্ময়কর

41 প্রসারিত

42 অনুকরণ

43 কদর

End of Paper

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after the live examination series.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2015